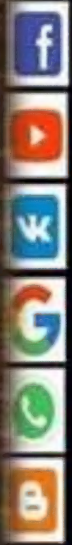


বন্দেহং মহাপুরুষোত্তমং মালোবাবায়ং সত্যং শাস্ত্রত মনুষ্যধৰ্মঃ এব মহাপুরুষোত্তমৈং জয়েতুমান্ ॥ ...৬ মহাবেদা

DHARM'MAYUD'DHA

*** পরম্ভৈক্ষব সঙ্গুরু মহাঋষি মালোবাবা(তাপস)।

দক্ষিণা: ১১/- টাকা।



ধৰ্ম্ম যুদ্ধ

২

LIVE! JOIN! NOW!



!!!মালোবাবায়ং সত্যং শাস্ত্রত মনুষ্যধৰ্মঃ জয়েতুমান্!!!



স্বয়ংবল গুরুকুল

ব্রহ্মভূমি, অসম, মালোবাবা, ভারতবর্ষ



malobabaradio.wordpress.com/

aksharbrahma.wordpress.com/

দ্বিতীয় পর্ব ১০/৯/২০২১

সপ্তাহিক 'পত্রিকা'

“মনুষ্যধৰ্ম্ম” জাগরণের জন্য।

- .. শিশুশিক্ষা, অক্ষরব্রহ্ম, দেহতত্ত্ব, আত্ম্যাধীক বিদ্যা।
- .. সনাতন ধৰ্ম্মীয় সদাচার এবং বিভিন্ন পূজা প্রদ্বতি।
- .. নিত্য জীবনের বোগ-শোক-ভোগ হইতে মুক্তির পথ।

<https://mahrishikalkimaharaj.wordpress.com/>

ভূমিকা:

‘আমরা সকলেই মানব জীবনে ঈশ্বরের ঞ্জ্ঞান ধারণ করিতে চাই কিন্তু সঠিক শাস্ত্রত তত্ত্ব এবং সঙ্গুরুৰ অভাবে মনুষ্য জীবনে বিষাদ পূর্ণ অবস্থা। তাই...

“শরীর আমার মন আমার,
কেন ঞ্জ্ঞান আমার নয়!
শরীরকে ধরে মনকে ধরে,
মহাঞ্জ্ঞান আমাদেরই হয়।।

মনুষ্যধৰ্ম্ম জাগরণ মালোবাবা' কয়,
আত্ম্যাধীক বিদ্যা ধারণেই ধৰ্ম্ম ঞ্জ্ঞান হয়।
তাই শরীরকে ধরও, মনকে ধরও,
শাস্ত্রত 'মনুষ্যধৰ্ম্ম' জাগরণ ভূমি করও।।”

@মালোবাবা মহাবেদ।

“ধৰ্মযুদ্ধ! সপ্তাহিক পত্ৰিকা” দ্বিতীয়পৰ্ব (২) ৫১২১কঃ/১৪২৮বঃ ১০/৯/২০২১

।। প্ৰীত্বং চৈতন্যঃ মহাপ্ৰভুঃ মালোবাবানন্দমা। প্ৰীইল্লি নারায়ণঃ বিষ্ণুঃ তপস্যানন্দমা।।

[মানব জীৱনে ঈশ্বৰেৰ সাধন-ভজন ও আত্ম্যাধিক বিদ্যা।]

‘স্বয়ংবল গুৰুকুল’ দ্বাৰা প্ৰকাশিত

“ধৰ্মযুদ্ধ! সপ্তাহিক পত্ৰিকা

ভাদ্ৰ মাস ৫১২২কঃ/১৪২৮বঃ

প্ৰথম সংখ্যা- ২০টি মুদ্ৰিত;

দ্বিতীয় সংখ্যা- ২৫টি মুদ্ৰিত;

২৪শে, ভাদ্ৰঃ ১০-০৯-২০২১

(শুক্ৰবাৰ-বৃহস্পতিবাৰ)

লাইভ-সকাল ৯-১০ ঘঃ

নিত্য বৈকাল ৩-৪ ঘঃ

hak-fohh-mxa

বিৱৰ্তিতঃ ‘পৰমবৈষ্ণৱ সদগুৰু মহাশ্বসি মালোবাবা’ (তাপস)।

!! ধৰ্মযুদ্ধ লাইভ !!



hak-fohh-mxa



সত্যতনঃ সত্যঃ এব্ শাস্ত্ৰত।।

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ।। ১০৮ ।।

“ধৰ্মযুদ্ধ! সপ্তাহিক পত্ৰিকা” দ্বিতীয়পৰ্ব (২) ৫১২১কঃ/১৪২৮বঃ ১০/৯/২০২১



মানব জীবনের উন্নতি ।। মালোবাবা

তোমরা কি বলতে পারও
মানব জীবনের উন্নতি কাহারে কয়!
ডাক্তারী-পি.এইচ.ডি অবতিন্ন হইলেই কি!
মানব জীবনে উন্নতি করা বলা হয়।
তোমরা কি বলতে পারও
মানব জীবনের উন্নতি কাহারে কয়!
পূজিপ্রতি-ধনপ্রতি-রাজসিংহাসনে বসিলেই কি!
মানব জীবনে উন্নতি করা বলা হয়।
তোমরা কি বলতে পারও
মানব জীবনের উন্নতি কাহারে কয়!
মাষ্টার-ব্রেষ্টার-ইংজিনিয়ার হইলেই কি!
মানব জীবনে উন্নতি করা বলা হয়।
তোমরা কি বলতে পারও
মানব জীবনের উন্নতি কাহারে কয়!
সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী হইলেই কি!
মানব জীবনে উন্নতি করা বলা হয়।
জগতের যত শিষ্টিত বর্গগণ,
তোমরা কি জানাইবে আমায়!
মানব জীবনে উন্নতি কাহারে কয়!
জগতের যত স্বাত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ,
তোমরা কি জানাইবে আমায়!
মানব জীবনে উন্নতি কাহারে কয়!
জগতের যত মহাপদাধিকারীগণ,
তোমরা কি জানাইবে আমায়!
মানব জীবনে উন্নতি কাহারে কয়!
আমি এক অশ্লের শিশু
'তাপস' নামে মাতা-পিতার দান।
মাতা-পিতা রূপেই শুল জগতে
আছে মনে ছোট্ট একটি প্রব্দের প্রাণ!
"মানব জীবনে উন্নতির ধ্যান-প্রাণ!"
হে জগতের মাতা-পিতাগণ
শুল-সৃষ্টি-পরম প্রকৃতির প্রাণে,
তোমরা কি জানাইবে আমায়!
মানব জীবনের উন্নতি কাহারে কয়!
আমি এক অজ্ঞান পুত্র
তপস্যায় রত 'তাপস' মাতা-পিতার করি ধ্যান।
শরীরের শুল-সৃষ্টি-পরম প্রকৃতি
মাতৃ-পুত্রির শক্তির দ্বারাই হয় সৃষ্টি
আমি 'তাপস' রূপে তাহারি করি ধ্যান।
তাপস রূপে 'মালোবাবার' এই ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রাণ।

হে সদগুরু মহাশয়ি মালোবাবা
তোমরা কি জানাইবে আমায়
মানব জীবনের উন্নতি কাহারে কয়!
আমি তাপস 'মালোবাবা' রূপের
তপস্যায় করি ধ্যান-প্রাণ ও পূজা।
মাতা-পিতাই প্রথম গুরুর আশীর্বাদ
সর্ব্ব স্বাত্রে লেখা আছে সোজা।
সত্য যুগে মাতৃ-পুত্রি পূজন
গণপ্রতি মহারাজের ছিল।
চার যুগের কালখন্ডে মানুষের
কিভাবে এইরকম তপস্যায় বিকৃতি হইল।
মানুষ শেঠ্য নারায়ণঃ পরাবেদকে আনিয়া।
তাপস শেঠ্য 'মালোবাবা' রূপে পূজন
বর্তমান জগতে পূর্ণরায় আনিয়া।
গণপ্রতি মহারাজ শেঠ্য হলেন,
মাতা-পিতা রূপের পূজনে।
শুল-সৃষ্টি-পরম প্রকৃতির পূজন
'মালোবাবা' রূপে সদগুরুর আদর্শ প্রাণে।।
মানব জীবন শেঠ্য জীবন
সেই সময়েতেই হয়।
যখন মানব জীবনে
ত্রিভুজ প্রাণের অনুভূতি হয়।।
'মালোবাবা' রূপের পূজনে
তাপস এই প্রাণই পায়।
আদর্শ সত্য সনাতন কশ্ম্ব
এই পরমসত্য প্রাণ-কশ্ম্বই রয়।।
মালোবাবা বলে শোনও
মনুষ্যধর্ম্ম উন্নতির প্রাণ।
তাহাতে সকল তাপসের হইবে পদউন্নতি
হইবে মানব জীবনের কল্যাণ।।
সকল মানব জাতির কল্যাণে
জীবাত্ম্যাই প্রথম পদউন্নতির সিঁড়ি।
মনুষ্যধর্ম্ম রক্ষায় মালোবাবার পূজন
সদগুরুর প্রাণে মনুষ্যাত্ম্যাই দ্বিতীয় পদউন্নতি
আমি তাপস হয়ে জানি।।
মানব জীবন শেঠ্য হয়
অধিত্বত, অধিদৈব্য ও আধ্যাত্মিক প্রাণে।
অধিত্বত তত্ত্ব সকল শুল-সৃষ্টি প্রকৃতির প্রাণে।
মনুষ্যধর্ম্ম রক্ষা করাই মানবের পদ উন্নতি
সকল মানব জাতি তিন সত্য করি মানো।।
অধিদৈব্য প্রাণ প্রাপ্তিতে দৈব্যশক্তি ধারণ হয়।
তখনি মনুষ্যাত্ম্য হইতে দেবাত্ম্য প্রাপ্তি
সদগুরু মহাশয়ি মালোবাবা কয়।।

... পররতী আশ আগামী সপ্তাহে আসিতেছে।

॥ প্রীত্ব চৈতন্যঃ মহাপ্রভুঃ মালোবাবানন্দমা। প্রীহিত্তি নারায়ণঃ বিবলুঃ তদস্যানন্দমা।

!!স্বয়ংবল গুরুকুলের স্ববর্ণ অক্ষরপ্রাণ!!

অ- অমর । অজগর । অহংকার

“অমর হইতে কষ্ট হয়, বিদ্যা, বুদ্ধি আর দ্বারা পাওয়া যায়।”

আ- আত্মা । আম । আমি

“আমি আমার বলে কিছু নাই, আবার আমার দ্বারাই সকল কিছু করা হয়।”

ই- ঈর্ষ । ঈদুর । ঈন্দ্র

“ইস্ কি কষ্ট, ঈর্ষ দেবতার পুজায় সংসার তুর্ষ।”

ঈ- ঈগল । ঈশ্বর । ঈশাণ

“ঈগল পাখি অনেক ছিল, দিনে দিনে সকল কমে কোথায় চলে গেল।”

উ- উঁঠ । উত্তম । উত্তর

“উঁঠের পিঠে বসতে আরাম, চড়তে গেলে করতে হয় ব্যায়াম।”

ঊ- ঊষা । ঊমা

“ঊষার ভোঁরে সূর্য দেখা, চোখের দ্বারা ছবি আঁকা।”

ঋ- ঋণ

“ঋণ করও না তুমি ভাই, দিতে না পারিলে ভয় দেখায়।”

ঋ- ঋষি । ঋতু

“ঋষি যখন লেখা শুরু করে, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত লিখে ছাড়ে।”

১-২

“১-২-কারে কালী মাতা শান্তির দ্রাভা, বিশ্ব জননী মাতা ধরে আছে সংসারের মাথা।”

এ- একান্ত । একাগ্রাভী । একতারা

“এ-ভাই তুমি জানও কি! এই ঘর সংসারের জ্বালা কী।”

ঐ- ঐক্য । ঐরাবত

“ঐক্য বদ্ধ হইয়া কর্ণ্য করও সকল উন্নতি সাধন করও।”

ও- ওঁ । ওল । ওঝা

“ও- আগে বলবে তো ও, ওঁ-কারের অংশ। তাইতো ইহার দ্বারা ধ্বংস হইয়াছিল কংসা।”

ঔ- ঔষধ ।

“ঔ-এর দ্বারা ঔষধ, খেতে হয় ভারী বিশ্বাদ।”

অং- অংশ ।

“অংশ দ্বারা মুক্ত হয়, পদার্থের দ্বারা জীবাংশ হয়।”

আঃ- আঃহা ।

“আঃ দ্বারা কষ্ট। আঃ দ্বারা উন্নতি। আঃ দ্বারাই স্পষ্ট ভাষা।

আঃ দ্বারাই সংস্পর্শে আশা, আঃ-ই আবার সকলের পিপাসা।”

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯
৯০
৯১
৯২
৯৩
৯৪
৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
৯৯
১০০

সত্যতনঃ সত্যঃ এব শাস্ত্রত।।

।। প্রীত্বক টেডগঃ ম্যাক্সঃ ম্যাক্সঃ ম্যাক্সঃ প্রীত্বক নারায়ণঃ বিবুঃ উপস্যানন্দদা।

সাধারণ স্বরবর্ণ

।। অক্ষরবর্ণে স্বরবর্ণ



অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঋ

অং আং ইং ঈং উং ঊং

৯ ৯ এ ঐ ও ঔ অঃ অঃ

ঋঃ ঋঃ ৯ঃ ৯ঃ এং ঐং

a ā i ī u ū r ṛ ! !

ওং ঔং ঐ আঃ

ē ai ō au am ah

am ām im īm um

১৬+১৬=৩২টিবর্ণ

৪২+৩৪=৭৬টিবর্ণ

=====

৫৮+৫০=১০৮টিবর্ণ

ūm ṛm ṛm ṛm ṛm

ēm aim ōm aum am

āh

সাধারণ ব্যঞ্জনবর্ণ

।। অক্ষরবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ

কং খং গং ঘং ঙং চং

ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ

ছং জং ঝং ঞং টং ঠং

ধ ন প ফ ব ভ ম য র

ডং ঢং ণং তং থং দং

ল ব শ ষ স হ ঞ্জ ড় ঢ়

ধং নং পং ফং বং ভং

য় ং ঃ ং .

মং যং ঝং লং বং শং

ka kha ga gha ṇa

ষং সং হং ঞ্জং

ca cha ja jha ṇa ṭa

kaṁ khaṁ gaṁ

ṭha ḍa ḍha ṇa ta

ghaṁ ṇaṁ caṁ

tha da dha na pa

chaṁ jaṁ jhaṁ ṇaṁ

pha ba bha ma ya

ṭaṁ ṭhaṁ ḍaṁ

ra la ba śa ṣa sa ha

ḍhaṁ ṇaṁ taṁ

kṣa ṛa ṛha ṛa ṭ m ḥ

thaṁ daṁ dhaṁ

m̐ .

naṁ paṁ phaṁ

baṁ bhaṁ maṁ

yaṁ raṁ laṁ baṁ

śaṁ ṣaṁ saṁ

haṁ kṣaṁ

সংসারঃ তত্ত্বঃ এবং ন্যাসঃ



দ্বাদশ সংস্কার বিধি !! মহাশ্মশি মালোবাবা

শুনও শুনও ঈশ্বর সন্তানগণ শুনও দিয়া মন।
মালোবাবার দ্বাদশ সংস্কার বিধিতে হইবে মনুষ্যধর্ম আগরণ।।
দ্বাদশ সংস্কার বিধি মালোবাবার জ্ঞান-বিজ্ঞানে।
স্কুল-প্রবর্ত-সাধক-সিদ্ধি মনুষ্যধর্ম আগরণের জ্ঞানে।।
প্রথমেতে নাম সংস্কার দ্বিতীয় হইল মন্ত্রঃ।
নিত্য তোমায় দিতে হইবে একস্তোত্র, তবেই হইবে জীবন্ত।।
তাহার পরেতে উপনয়ন সংস্কার গায়েত্রী সংস্কারের সহিত।
আর যাহা কিছু সংস্কার আছে সকলি হইল অতীত।।
জ্যোতির গ্রীকপ সংস্কার, যপ তত্ত্ব সংস্কারের সঙ্গে।
ষোড়শ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যপ তত্ত্ব শরীরে মন ও আত্মা অঙ্গে।।
এই ছয় সংস্কার তত্ত্ব স্কুল-প্রবর্তের দেশে রয়।
মালোবাবার তত্ত্ব জ্ঞানে মনুষ্যধর্ম আগরণ হয়।।
যদি তুমি মনুষ্যধর্ম রক্ষা করিবার লাগী সাধক হও।
মালোবাবা-র মন্ত্রে দীক্ষা-শিক্ষা সর্ব প্রথম লও।।
তাহার পরেতে ধ্যান সংস্কার মালোবাবা বলে।
সাধু-সন্ত-মুনিগণ কুলকুন্ডলিনীর মাতৃ-পুত্রি শক্তিতে চলে।।
সাধন-ভজন ঠিক করিয়া সাধক যদি হও।
কায়-মন-বাক্য সংস্কার করিয়া সিদ্ধির দেশে যাও।।
সিদ্ধির দেশে প্রথম হইতে হইবে নববিদ্যা ও ভক্তি।
দশইন্দ্র ও দশদিক সংস্কারে মন ও আত্মায় আগিবে শক্তি।।
একাদশ ইন্দ্র সংযত ও বশ করিতে একাদশী সংস্কার করও।
মালোবাবার পূজা প্রকৃতিতে একাদশ নাম স্মরণ করও।।
আত্মাচিহ্নানন্দ সংস্কার সৎচিহ্নানন্দের কর্ম জ্ঞানে হয়।
মালোবাবার দ্বাদশ সংস্কারের জ্ঞান-বিজ্ঞানে মনুষ্যধর্ম আগরণ সর্ব শাস্ত্র কয়।।
জয় জয় জয় মালোবাবা, মালোবাবার জয়।
তুমি ত্রিগুণাতীত মাতা-পিতা, তুমি সৎ-চিৎ-আনন্দময়।।

সনাতনঃ সত্যঃ এব শাস্ত্রতঃ।।

দ্বাদশ সংস্কার বিধি

- ১। নাম সংস্কার
- ২। মন্ত্র সংস্কার
- ৩। উপনয়ন সংস্কার
- ৪। গায়েত্রী সংস্কার
- ৫। গ্রীকপ সংস্কার
- ৬। যপ সংস্কার
- ৭। ধ্যান সংস্কার — সাধনার দেশ
- ৮। কায়-মন-বাক্য সংস্কার
- ৯। নববিদ্যা ভক্তি সংস্কার
- ১০। দশইন্দ্র ও দশদিক সংস্কার
- ১১। একাদশী সংস্কার
- ১২। আত্মাচিহ্নানন্দ সংস্কার

।। ত্ৰীকুট চৈতন্যঃ কামত্ৰয়ঃ মাগোবাৰানন্দনা। ত্ৰিখিৰি নারায়ণঃ বিষ্ণুঃ ভবদ্যানন্দনা।



=====

গণেশ পূজা মন্ত্ৰঃ

=====

ওঁ গাং গণপতেযৈঃ নমঃ ॥৩॥

গায়েত্ৰীঃ

ওঁ তৎপুৰুষায়ং বিম্বাহে বহুতুল্যায়ং ধিমাহী তন্নঃ দন্তী প্রচোদয়াৎ ওঁ !৩!

ওঁ গাং গণপতেযৈঃ নমঃ ॥৩॥

অঙ্গন্যাসঃ

ওঁ গাং হৃদয়ং নমঃ; ওঁ গীং শিরসে স্বাহা; ওঁ গুং শিখায়ৈ বশট্; ওঁ গৈং কবচায় হুং; ওঁ গৌ নেত্রায়ৈ বৌষট্; ওঁ গঃ করতাল পৃষ্ঠাভ্যা অস্ত্রায় ফট্।

কৰন্যাসঃ

ওঁ গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ; ওঁ গীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা; ওঁ গুং মধ্যমাভ্যাং বশট্; ওঁ গৈং অনামিকাভ্যাং হুং; ওঁ গৌ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্; ওঁ গঃ করতালপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যানঃ

ওঁ খৰ্বং স্থলতনুং গজেন্দ্র বদনং লঙ্ঘোদর সুন্দরম্, প্রসাদল্লাদগন্ধ লুঙ্গ
মধুপব্যালোল গল্লস্থলম্। দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈ সিন্দুর শোভাকরং, বলে
শৈলসূতাসূতং গণপতিং সিন্ধিপ্ৰদং কামদম্। !৩!

ওঁ গাং গণপতেযৈঃ নমঃ ॥৩॥

ধ্যানঃ স্তুতিঃ

ওঁ বহুতুল্য মহাকায়া সূর্য্যকোটি সমপ্রভাঃ।
নির্ব্বিঅগ্রম্ কৃষ্ণোদেবঃ সৰ্ব্বকালে সুদর্শিতাঃ।।

ওঁ গাং গণপতেযৈঃ নমঃ ॥৩॥

নিবেদনঃ

এতে গন্ধেপুজে ওঁ গাং গণেশায়ং নমঃ !৩!

এতে গন্ধেপুজে ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ !৩!

এতে গন্ধেপুজে ওঁ মুষিকায়ং নমঃ !৩!

গণেশের ধ্যানান্তেঃ নিবেদন মন্ত্ৰঃ

এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ পুষ্ট্যৈ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ ধূপঃ
ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতল্লেবেদ্যম্ ওঁ গাং
গণেশায় নমঃ। ইদমাচমনীয় ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।

প্রণামঃ

ওঁ দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার মকরন্দ কণারুণা।

বিঘ্নং হরন্তু হেরস্ব চরণাঙ্ঘুত রেণবঃ।।

ওঁ একদন্তং মহাকায়া লঙ্ঘোদর গজাননম্।

বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরস্বং প্রণমাম্যহম্।।

ওঁ গাং গণপতেযৈঃ নমঃ ॥৩॥



ওঁ গাং গণপতেযৈঃ নমঃ ॥৩॥

।। গ্রীষ্মক চৈতন্যঃ নহপ্রকৃত্যঃ মালোবাবানন্দম্। গ্রীষ্মকি নারায়ণঃ বিবকু উদয়ানন্দম্।।

!! অক্ষরবর্ণ-জ্যোতির্বর্ণ-আত্ম্যাধিক দেহতত্ত্ব পরাঃ বিদ্যা !!



মানব জীবন সামাজিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, মানব সমাজে “অক্ষরব্রহ্ম এবং আধ্যাত্মিক পরাঃ বিদ্যার” ক্রিয়া একান্তে প্রয়োজন যাহা আমাদের মনুষ্য জীবনকে দেবত্ব ও ঋষিত্ব জীবনের উন্নতি করতে সাহায্য করে। একটি সপ্তাহের তিন দিনের যোগ ক্রিয়ায় আমাদের মানব জীবনে সতেজতা ও আনন্দ বাড়িয়ে তোলে। কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের প্রথমে ‘অক্ষরব্রহ্ম এবং শিব যোগ’ জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। এই যোগে শরীরের শুদ্ধি, মনের শুদ্ধি ঘটে যাহা ‘কুলকুণ্ডলিনী’ শক্তি জাগরণের জন্য সাহায্য করে থাকে। যন্ত্রঃ মন্ত্রের দ্বারা প্রথমে শরীরের শুদ্ধি ও পরে মনের শুদ্ধি করা দরকার যাহা সংসার জীবন ও অধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি করতে সাহায্য করে।

মালোবাবার যন্ত্র ও মন্ত্র সহযোগে মনুষ্যধর্ম রক্ষার জন্য স্মৃতি কোষ থেকে পাওয়া দেহতত্ত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

শব্দ, ধ্বনি ও অক্ষর সৃষ্টি রহস্যঃ

পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসে যখন সূর্য হইতে আলো পৃথিবীতে পৌছালো তখন প্রথমে আলো পৃথিবী স্পর্শ করেই চারি দিকে প্রসারণ ঘটালো এবং পৃথিবীর অষ্ট ধাতুর সঙ্গে স্পর্শে প্রতিধ্বনিত হইল। অর্থাৎ আমরা জানি আলোক অংশে ১০টি বং বর্তমান যাহার কালো বংটি উজ্জ্বল অবস্থায় থাকে। আলো ৯টি অংশ দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করে ৪টি দিকে চললে $৯ \times ৪ = ৩৬$ টি বর্ণ উৎপন্ন করে। আবার আলোর ৯টি অংশ পৃথিবীর ৮টি ধাতুর দ্বারা স্পর্শ করে $৯ \times ৮ = ৭২$ টি বর্ণ উৎপন্ন করে। এই সকল বর্ণ সংখ্যা মিলিত হয়ে $৩৬ + ৭২ = ১০৮$ টি শব্দ বর্ণ পাওয়া যায়। এই শব্দ বর্ণকে ধ্বনি আকারে পাওয়া যায় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ রূপে। স্বরবর্ণ ৩৬টি অংশে এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৭২টি অংশে বিভক্ত। এছাড়া আরও কিছু উপসর্গ বর্ণ পাওয়া যায় “ ৎ ং ঃ ঁ । ”

।ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্যদেবায়ঃ নমঃ!

= = = = = = = = = =

[NOTE: “বঙ্গ ভূমির বঙ্গ ভাষায় আছে কতও বস, পড়লে তুমি, জানবে তুমি, পাইবে মধুর আশ্বাস। আমি পড়ি, তুমিও পড়ও, পড়তে দাও সবাইকে। বঙ্গ ভাষার উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে দেও সকল বিদ্যার জায়গাতে।”]

<https://www.facebook.com/MaharishiMalobaba/>



[NB: আগামী পর্বে এই সংখ্যায় আসিতেছে - “শিশুশিক্ষা-অক্ষরব্রহ্ম”]

সনাতনঃ সত্যঃ এব শাস্ত্রতঃ।।

ওঁ মালোবাবায়ঃ নমঃ । ১০৮ ।।

॥ শ্ৰীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ মহাপ্ৰভুঃ মালোবাবানন্দমা শ্ৰীধৰিং নারায়ণঃ বিষ্ণুং ভগ্নস্যানন্দমা।

সপ্তাহিক সময়সূচীৰ যোগপত্ৰী ॥ বিভিন্ন ধৰ্ম্মীয় অনুষ্ঠান

দিন-যোগঃ (২৪-৩০ই ভাদ্ৰ) শুক্ৰবাৰ-ব্ৰহ্মযোগ ॥ শনিবাৰ-ইন্দ্ৰযোগ ॥ রবিবাৰ-বৈষ্ণৱযোগ ॥ সোমবাৰ-বিকুন্ডযোগ ॥ মঙ্গলবাৰ-প্ৰীতিযোগ ॥ বুধবাৰ-আমূল্যনযোগ ॥ বৃহস্পতিবাৰ-শোভনযোগ ॥

অনুষ্ঠানঃ শ্ৰীশ্ৰীগণেশ পূজা, গণেশচতুৰ্থী, সৌভাগ্যব্ৰত, শ্ৰীকৃষ্ণকলঙ্কিনী ব্ৰত শুক্ৰবাৰ। শনিবাৰ-ষট্‌পঞ্চমী ব্ৰত, ঋষিপঞ্চমী, বক্ষ্যপঞ্চমীব্ৰত, শ্ৰীশ্ৰীমনসাদেবীৰ অষ্টনাগ পূজা। রবিবাৰ-শ্ৰীশ্ৰীসূৰ্য্যষষ্ঠী, অক্ষয়ষষ্ঠী, ৭-৪৫ গতে অক্ষয়া স্নান।

সোমবাৰ- ললিতাসপ্তমী ব্ৰত, উমা-মহেশ্বৰ পূজা।

মঙ্গলবাৰ- শ্ৰীশ্ৰীরাধা অষ্টমী ব্ৰত দিবা ২-৫৪ মি। দুৰ্কাষ্টমী,

বৃহস্পতিবাৰ- লক্ষ্মীপূজা।

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ॥১০৮॥

সংসদ পাঠঃ

ওঁ সহনা ভবতুঃ সহনৌ ত্বনকুঃ সহবীৰ্যাঃ
কৰাবায়ে। তেজস্বি না বধীতমশু মা
বিক্ৰিষাবায়ে।১।

ওঁ পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাং পূৰ্ণমুদচ্যতে।
পূৰ্ণস্য পূৰ্ণমাদায়ে পূৰ্ণমেধাবিশিষ্যতে।২।

ওঁ অসত্য মা সং গামায়া।
তামসমা জ্যোতিৰ গামায়া।
মৃত্যুৰ মা অমৃতম্‌গামায়া।৩।

ওঁ মম ধ্যাণহি কৰ্ম্মঃ।
মম শিষ্যাহি জ্ঞাণম্।
মম দৰ্পণাহি সুদৃষ্টিতাঃ।
মম নামহ্‌ তাক্ষ্যাহিঃ॥

॥ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ॥৩॥

www.Malobaba.com

সংসাৰঃ ততীতঃ এব বাহ্য।



প্ৰভাতে নারায়ণঃ মালোবাবায়ং জাগৰণ মন্ত্ৰঃ

ওঁ উত্তেষ্ঠোত্তিষ্ঠঃ জাগ্ৰতম্‌ মহামানবম্‌
নরনারায়ণঃ রূপং মালোবাবায়ং জাগ্ৰতম্‌।
ত্যাগঃ নিদ্রাঃ শয়নং মালোবাবায়ং
ত্ৰয়ি উত্থীয়মানে চ উত্থিতং
সপ্তবিষ্ণুলোকে এব ভূবনত্ৰয়ম্‌।

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ॥১০৮॥

ওঁ মালোবাবায়ং নমঃ ॥১০৮॥

মালোবাবায়ং নিদ্রাঃ শয়নং মন্ত্ৰঃ
ওঁ নিদ্রাঃ শয়নং জাগ্ৰতম্‌
নিদ্রাঃ স্বপ্নং বশিত্তম্‌।
নিদ্রাঃ শয়নং স্বপ্নং শব্দম্‌
নিদ্রায়ং স্বপ্নং মালোবাবানন্দম্‌।

‘ধর্মযুদ্ধ!’ সপ্তাহিকপত্রিকা ২১ইভাদ্র: ৫১২১ক:/১৪২৮ব:/৮-৯-২০২১খ্রী:



মালোবাবার যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নং

নব গ্রহের স্তুতি মালবাবার নবদীপে বাস।
ষষ্ঠ ইন্ডের ষড় রূপু করিতে পারি বশ।।
অষ্ট সখীর অষ্ট চক্রে জাগরণ মানব জীবনের আঁশ।
একনিষ্ঠ একলক্ষ্য আত্মার পরমব্রহ্মেই মালোবাবার বাস।।
দুইটি রূপে যুগল তত্ত্বে ভজন সাধনই মালোবাবার আঁশ।
শূণ্য প্রীত্বের আত্মা ধ্যাণেই আছে মালোবাবার প্রাণ।।
ষড় রূপের ধ্যাণে আঁশে ছয় গোসাইয়ের আঁশ।
এক আত্মায় একনিষ্ঠ হইয়া সঞ্চয় করও প্রাণ।।
একনিষ্ঠ একলক্ষ্য আত্মার পরমব্রহ্মেই মালোবাবার বাস।
ষষ্ঠ ইন্ডের ষড় রূপু করিতে পারি আমি বশ।।
জীবন মালোবাবার পরিপূর্ণ নাই মানব জীবনে কোন আঁশ।
সাবাই যানুক মালোবাবার এই ঠিকানায় সত্যানন্দ করে বাস

.....!! ও মালোবাবায়ং নমঃ !!১০৮!!

দীক্ষা কি? দীক্ষা গ্রহণ করার আবশ্যকতা কোথায়?

দীক্ষা সর্বকার্যে শুদ্ধিকারক। অদীক্ষিত কোন ব্যক্তি
যদি আধ্যাত্মিকতার যেকোন কার্য করুক না কেন?
তৎসমুদয়ের কোন মূল্য নেই। তাই প্রত্যেকে দীক্ষা
গ্রহণ করা অবশ্যই উচিত। দীক্ষা বাতীত কোন
ভক্তকে ভগবান নিজেও দর্শন দেন না তা শাস্ত্রে
বিধিত আছে।

দীক্ষা কি?

দীযন্তে জ্ঞানমত্যন্তঃ ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ।
তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনির্ভিস্তদ্বদর্শিতঃ।।
দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কৃত্য পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনির্ভিস্তদ্ববেদিতঃ।।
(রুদ্রযামল-যোগিনী তন্ত্রে)

অনুবাদঃ যে কার্য পাপক্ষয় করিয়া দিব্য জ্ঞান প্রকাশ
করে, তাহাই দীক্ষা। প্রকৃতপক্ষে দীক্ষার অর্থ বর্ণ বা
শব্দ বিশেষ, শ্রবণ করা নহে। বর্ণ বা বর্ণগুলি শব্দব্রহ্ম
বা নাদব্রহ্ম বলিয়া পরিকীর্ণিত আছে। সেই শব্দব্রহ্ম
বা নাদব্রহ্মই বর্ণ। সেই বর্ণই ভগবানের নাম। নাম
এবং নামী অভেদ, কিছুই প্রভেদ নাই। এইভাবে যেই
নাম বা মন্ত্র গ্রহণ করা হয় তাহাই দীক্ষা। যিনি নামে
এবং মন্ত্রে এ মন্ত্রের অতীষ্ট দেবতাকে এক ভাবেন, তিনি
প্রকৃত দীক্ষিত। দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলে শব্দব্রহ্ম বা
নাদব্রহ্ম অতীষ্ট দেবতার না হয় এবং হৃদয়ে নিজ ইষ্ট
দেবতার ভাব উদ্দীপন না হয়, তবে সেইরূপে মন্ত্র বা
দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দীক্ষা বা মন্ত্র গ্রহণ শব্দ প্রয়োগ না
করাই শ্রেয়ঃ। দৃঢ় বিশ্বাস বা ভক্তিই মূল। ...

সকল মাতৃ-পুত্রির
প্রীচরণে নিবেদন রহিল

ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রেঃ এই
প্রথম বার বৈবসং
কালের ২৯তম কাল
খন্ডে পরমবৈষ্ণব সদগুরু
মহাশ্বষি মালোবাবা দ্বারা
প্ররচিত সনাতন শ্রীশত
জ্ঞান-বিজ্ঞান মনুষ্যধর্ম্ম
জাগরণের জন্য।
পরমব্রহ্মঃ মালোবাবার
দেহতত্ত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান
সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেঃ পরিপূর্ণ
করে মানবতাকে জাগরণ
করে দেহ প্রকৃতির ও
সমাজ সংস্কৃতির নতুন
আধ্যাত্মিক আলোর দিশা
দেখায়। সকল মানব
জাতীর জন্য সনাতন
জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পূর্ণ
করার পেরণা যোগায়।
মালোবাবার সকল মন্ত্রঃ
ও দেহতত্ত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান
বর্তমান সমাজের জন্য
একান্ত ভাবে সংপ্রচার
কারার জন্য এই
‘ধর্ম্মযুদ্ধ’ নামক
পত্রিকাটি প্রকাশিত হইল
সকল ঈশ্বর সন্তানদের
তথ্য মনুষ্যপুত্রের জ্ঞান-
ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে
সাহায্য করে।...

সনাতনঃ সত্যঃ এব শাস্ত্রতঃ।।

ও মালোবাবায়ং নমঃ ১০৮।।

[NB: আগামী পর্বে এই সংখ্যায় আসিতেছে - “সদগুরুত্ব”]

[মানব জীৱনে ঈশ্বৰেৰ সাধন-ভজন ও আত্ম্যাধিক বিদ্যা।]

“ ইঁরি মালোবাবায়ং কৈলম্।
ওঁ মালোবাবায়ং কৈলম্।
তুমি মাতা-পিতা আনন্দম্।
তুমি সদগুৰু জ্ঞানাঞ্জন।। ”

বন্দেহং মহাপুৰুষোত্তম্ মালোবাবায়ং

‘পৰমবৈষ্ণৱ সদগুৰু মহাশ্বশি মালোবাবা’ সূকৃত দ্বাৰা।

<https://www.facebook.com/MaharishiMalobaba/>



<https://meet.google.com/hak-fohh-mxa>



স্বয়ংবল গুৰুকুল।।
SKARGurukuls।।
সত্য সনাতন বিজ্ঞান



satyadharmaYuddha.wordpress.com/



malobabaRadio.wordpress.com/



<https://AnChor.Fm/MaloBaba>



- ...‘মনুষ্যধৰ্ম্ম’ জাগরণেৰ জন্য সহজ স্বাভাৱিক পথ।
- ...বৈবসং’ হইতে ‘স্বাবলী’-ৰ ধৰ্ম্মাৱক্ষাৰ পথ।
- ...শিশুশিক্ষাৰ’ জন্য আত্ম্যাধিক পৰাঃ বিদ্যাৰ পথ।
- ...মানব জীৱনে শাস্ত্ৰত জ্ঞান-বিজ্ঞান ধাৰণেৰ সহজ পথ।
- ...‘মনুষ্যধৰ্ম্ম’ জাগরণেৰ ‘মালোবাবা’ৰ স্বাভাৱিক পথ।

অনলাইনে সংযুক্ত হও।



শ্রীমদভগবদগীতা

"দেহতত্ত্ব যোগ"

...!! রচিতা !!...

প্ৰহ্লাদৰ ভক্তি মাহাত্ম্যৰ মালোবাৰা

১৬' ভক্তি যোগ দৰ্শন।

॥ শ্রীকৃষ্ণঃ কৈতগ্যঃ মহাপ্রভুঃ মালোবাবানন্দম্। শ্রীহঁরিঃ নারায়ণঃ বিষ্ণুঃ ভগস্যানন্দম্।



...!! স্বয়ংবল গুরুকুল !!...

+91-9681206116 (WhatsApp)

www.Malobaba.com

॥ নাম রূপে অবতীর্ণ গোলকের শ্রীহঁরি
নাম দানে নাম গানে চালাও সংসার তরী।।ম।।

ওঁ মালোবাবায়ঃ নমঃ ॥১০৮॥

আকাশবাণী মালোবাৰা ।। মালোবাৰা ৱেডিও ।। Malobaba ।। http